বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২) এমসি-১৬/২০১৬-২০১৭/৬১৪(১২৫০) তারিখঃ ২৯-১১-২০১৬

১। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
২। সকল মহাব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়
৩। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কাওরানবাজার/বনানী/নারায়নগঞ্জ/সিলেট/আগ্রাবাদ/চট্টগ্রাম/খুলনা কর্পোরেট শাখা।
৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১২০ দিনের কর্মপরিকল্পনা।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিগত বছরসমূহে ব্যাংকটির ক্রমাগত লোকসান, আর্থিক শৃঙ্খলার অবনমন, গুণগত মানসম্পন্ন ঋণের পরিমান হ্রাস, শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি, কস্ট অব ফান্ড এর উচ্চ হার, তথ্য প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার, জনবল ঘাটতি ইত্যাদি সমস্যা ব্যাংকটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৭.১১.২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০তম সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সন্তোষজনক নয়।

২। এ পরিস্থিতিতে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে আমি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহন করেছি। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও ভবিষ্যতে ব্যাংকটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১২০ দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

- **প্রতিটি শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।**
- **প্রতিটি শাখা ও অঞ্চলকে তাদের বিদ্যমান শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান ন্যূণতম ১০% হ্রাসকরণ।**

০৩। মুনাফা অর্জন ঃ

ক) ৩০-০৬-২০১৭ ভিত্তিক কোন লোকসানী শাখা রাখা যাবে না অর্থাৎ উক্ত তারিখে প্রতিটি শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

খ) বর্তমান লাভজনক শাখাসমূহকে তাদের লাভের পরিমান পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ন্যূণতম দ্বিগুণ করতে হবে।

০৪। ঋণ বিতরণ ঃ

ক) লক্ষ্যমাত্রাঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃনং	ঋণ বিতরণের খাত	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	১৭.১১.২০১৬ পর্যন্ত অর্জন		১৮-১১-২০১৬ হতে ৩১.০৩.২০১৭ পর্যন্ত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
			পরিমান	হার(%)	পরিমান
১.	শস্য ঋণ	২৮০০.০০	৯৩৬.৫৭	৩৩%	১৩০৩.০০
২.	দুগ্ধ ও প্রাণী সম্পদ ঋণ	৪৯০.০০	১২৮.৩১	২৬%	২৬৪.০০
৩.	চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ঋণ	৫৩০.০০	১৩৯.৯৯	২৬%	২৮৫.০০
৪.	অন্যান্য কৃষি ঋণ	৯৮০.০০	৪৩৩.৫৪	৪৪%	৩৫০.০০
	মোট কৃষি ঋণ	৪৮০০.০০	১৬৩৮.৪১	৩৪%	২২০২.০০
৫.	এসএমই ঋণ	৯০০.০০	১২৭.৮৫	১৪%	৫৪৭.০০
৬.	কৃষি ভিত্তিক শিল্প/ প্রকল্প	৭০০.০০	১৯.৫১	৩%	৫৪০.০০
৭.	বৈদেশিক বাণিজ্য	৮৫০.০০	২৭.৬৫	৩%	৬১০.০০
	মোট ঋণ বিতরণ	৭২৫০.০০	১৮১৩.৪২	২৫%	৩৮৯৯.০০

চলমান পাতা- ২

খ) ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ-

৪.খ.১। প্রতিটি জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের শাখা কর্তৃক প্রতি মাসে ১০টি এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখা কর্তৃক মাসে ০৫টি করে চলতি মূলধন ঋণ/কৃষি সম্পর্কিত বাণিজ্যিক ঋণ (Agro-based Commercial Loan) এবং SME ঋণ (নতুন) যথানিয়মে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক মাসে ৩০টি এবং বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক মাসে অন্তত ২৫টি নতুন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে হবে।

৪.খ.২। প্রতিটি শাখা সপ্তাহে নূন্যপক্ষে ০১(এক) দিন ঋণ বিতরণ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে যথা নিয়মে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করে শাখার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের প্রকৃত চাহিদা ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়মাচার অনুসুরণপূর্বক গুণগতমানসম্পন্ন ঋণ বিতরণ করতে হবে-যাতে করে বিতরিত ঋণ যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব হয়।

৪.খ.৩। কৃষি ঋণসহ অন্যান্য সকল খাতে ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মাঠকর্মীদের মধ্যে যথা নিয়মে ঋণ বিতরণের সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। কোন মাঠ কর্মী ঋণ বিতরণের সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে তাঁকে জবাবদিহীতার আওতায় আনতে হবে এবং পূর্ববর্তী সপ্তাহের ঘাটতিসহ পরবর্তী সপ্তাহের বরাদ্দ আবশ্যিকভাবে অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

৪.খ.৪। রিপিট ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পারফরমিং এসেট তথা অশ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে গুনগত মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪.খ.৫। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে পিছিয়ে থাকা শাখায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত ভ্রমণ করে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরনের ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ ক্যাম্পে যোগদানপূর্বক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিত করবেন।

৪.খ.৬। ঋণ বিতরনকালে ঋণ গ্রহীতা/ কৃষকগণ যাতে ঋণ পেতে বিলম্ব বা হয়রানীর শিকার না হন সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

৪.খ.৭। ৪% সুদ হারে চলতি মৌসুমে বিতরণযোগ্য আমদানি বিকল্প শস্য (ডাল,তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ যথানিয়মে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৪.খ.৮। চলতি মূলধন ঋণের আদলে শস্য ঋণ বিতরণের জন্য লিমিট আকারে আবর্তণশীল শস্য ঋণ বিতরণ (Revolving Crop Credit) কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৪.খ.৯। কৃত্রিম প্রজনন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫% সুদ হারে ঋণ বিতরণের নীতিমালার আলোকে "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন" খাতে চলতি অর্থ বছরে বরাদ্ধকৃত টাকা ৩১ শে ডিসেম্বর'২০১৬ তারিখের মধ্যে বিতরন সম্পন্ন করতে হবে।

৪.খ.১০। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি (Financial Inclusion) এর আওতায় ১০/-টাকার হিসাবধারী নিম্নবিত্ত/প্রান্তিক জনগনের জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় ৩১ শে ডিসেম্বর' ২০১৬ এর মধ্যে ঋণ বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য নিবিড় তদারকির মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চল ও বিভাগে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৪.খ.১১। ঋণ বিতরনে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান কার্যালয়, প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.০। ঋণ আদায় ঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	ঋণ আদায়ের খাত	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	১৭.১১.২০১৬ পর্যন্ত অর্জন		১৮-১১-২০১৬ হতে ৩১.০৩.২০১৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা
			পরিমান	হার (%)	
১.	শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায় (ক) (WCL-1)	২৬০১.০০	১১৯০.৪৫	৪৬%	১৪১১.০০
	(খ) (WCL-2)	১৯২৪.০০	২২০.৭৯	১১%	১২২৩.০০
২.	শ্রেণীকৃত ঋণ (CL) খাত আদায়	২১০০.০০	২১৫.৬৩	১০%	১৩৬০.০০
৩.	পুনঃ তফসীলকৃত ঋণ আদায়	৮৭৫.০০	৯৩.৩১	১১%	৭৮২.০০
	মোট (১+২+৩)	৭৫০০.০০	১৭২০.১৮	২৩%	৪৭৭৬.০০

৫.ক.১। উল্লেখ্য জুন ২০১৬ ভিত্তিক ব্যাংকের পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতি ছিল ৩০৮৯.৯৬ কোটি টাকা, যার প্রায় ৫০% অর্থাৎ ১৫৪৫ কোটি টাকা আগামী জুন ২০১৭ এর মধ্যে আদায় না হলে ইহা শ্রেণীকৃত ঋণে রূপান্তর হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে পুনঃতফসীলকৃত ঋণ আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা হবে ১৫৪৫ কোটি টাকা। প্রতিটি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শণ করে পুনঃ তফসীলকৃত ঋণ যা জুন ২০১৭ তে শ্রেণীযোগ্য হবে তার সঠিকতা যাচাইপূর্বক নির্ধারণ করে স্ব স্ব আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা- ৩

৫.ক.২। জুন ২০১৬ ভিত্তিক ৫২ স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থিতি ছিল ৭৮৯.৫০ কোটি টাকা যা আদায়ের মাধ্যমে যথারীতি ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি সম্ভব। এক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৭৭ কোটি টাকা আদায়ের পরিবর্তে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা হবে ৪৭৫ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫২ স্থগিত সুদ স্থিতির ন্যূনতম ৬০% লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ আদায়ের জন্য মাঠ কার্যালয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৫.ক.৩। জুন ২০১৬ ভিত্তিক অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতি ছিল ২২৬.২৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অন্তত ৪০% আদায়ের জন্য মাঠ কার্যালয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে, এক্ষেত্রে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা হবে ৯০.০০ কোটি টাকা।

(খ)। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ-

৫.খ.১। ঋণ আদায়ের গতি জোরদার করার লক্ষ্যে এ সময়ে ব্যাংকের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এবং দ্বিতীয় শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ দ্বি-পাক্ষিক সভা করে ঋণ আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৫.খ.২। অনুরূপভাবে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ বিভাগের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব অঞ্চলের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপীর সাথে দ্বি-পাক্ষিক সভা করে ঋণ আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করবেন।

৫.খ.৩। শাখার অনাদায়ী ঋণের শ্রেণীভিত্তিক ইউনিয়ন/ গ্রামওয়ারী তালিকা করতে হবে। শ্রেণীযোগ্য ও শ্রেনীকৃত ঋণের ক্ষেত্রে যথানিয়মে ডিমান্ড, লিগ্যাল নোটিশ জারী করতে হবে। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক/এসপি এর স্বাক্ষরে ইচ্ছাকৃত বড় বড় ঋণ খেলাপীদের (Wilful Defaulter) নিকট বিশেষ নোটিশ জারী করতে হবে। CL বিবরণী মতে লেজারের ফলিওতে শ্রেণীকৃত ঋণের ষ্ট্যাটাস চিহ্নিতকরণপূর্বক মোবাইল নম্বরসহ সকল শাখার ঋণ গ্রহীতার তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে পুনঃতফসিলকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ/ ঋণের কিস্তি/ কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৫.খ.৪। নিবিড় তদারকির মাধ্যমে CL ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রতিটি শাখায় শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা হালনাগাদ করা এবং নিয়মিতভাবে ঋণ আদায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহনের পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৫.খ.৫। সকল শাখার সিসি ঋণের সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপপূর্বক আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং উহার প্রত্যয়নপত্র নিয়মিতভাবে শাখা হতে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.খ.৬। সকল শাখার WCL-1 ঋণ গ্রহীতাদেরকে ১০ ডিসেম্বর,২০১৬ তারিখের মধ্যে এবং CLঋণ গ্রহীতাদের ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে লিগ্যাল/বিশেষ নোটিশ ইস্যু ও বিতরণ নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৫.খ.৭। সকল শাখার WCL-2 ঋণ গ্রহীতাদেরকে ৩১ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের মধ্যে লিগ্যাল/বিশেষ নোটিশ ইস্যু ও বিতরণ নিশ্চিতকরনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে WCL-2 ঋণ শতভাগ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৫.খ.৮। যে সমস্ত এলাকায় অধিক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে সে সকল এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ আদায়ের কাজে নিয়োজিত মাঠ কর্মীদের মাসিক ভ্রমণসূচি প্রণয়নপূর্বক ব্যাপকভাবে মাঠে ভ্রমণ এবং ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও তাগিদ প্রদান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে অফিস ছুটির পরে এবং ছুটির দিনে মাঠে ভ্রমণ করে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান করতে হবে।

৫.খ.৯। ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঋণ আদায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গ্রাহক সমাবেশ/ঋণ আদায় ক্যাম্প/মহাক্যাম্পের আয়োজন করতে হবে। অঞ্চল প্রধানগণ টেলিফোন/মোবাইল ফোনে শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মীসহ শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি গৃহীতব্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিবিড় তদারকী গ্রহন করতে হবে।

৫.খ.১০। পুনঃতফসিলকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে পুনঃতফিসিলকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ/ ঋণের কিস্তি/কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা- ৪

৫.খ.১১। নতুন করে কোন ঋণ যেন তামাদি না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে, এ লক্ষ্যে নিয়মিত ঋণ গ্রহিতাদের তালিকা পরীক্ষা করে ঋণ আদায় করতে হবে। ইতোমধ্যে তামাদি ঋণগুলোর ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়পূর্বক নিয়মিত করতে হবে।

৫.খ.১২। ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের পাওনা আদায় নিশ্চিতকল্পে অর্থ ঋণ আদালত/সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের এবং দায়েরকৃত অর্থ ঋণ আদালত মোকদ্দমা, মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। আমানত সংগ্রহ ঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	৩০.০৬.২০১৬ তারিখের স্থিতি	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	১৭.১১.২০১৬ পর্যন্ত অর্জন		১৮-১১-২০১৬ হতে ৩১.০৩.২০১৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা
				পরিমান	হার (%)	
১.	আমানত সংগ্রহ	২১০১৮.৫১	২২০০.০০	২২৫.৮৩	১০%	১৪২৫.০০

(খ) আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ

৬.খ.১। প্রতিটি শাখাকে সঠিকভাবে Deposit Mix নির্ধারণপূর্বক উচ্চ সুদবাহী আমানত পর্যায়ক্রমে ছেড়ে দিয়ে সুদবিহীন ও কমসুদবাহী আমানত সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকের আমানতের উপর সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্য এমনভাবে আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন পর্যায়ক্রমে মোট আমানতের মধ্যে চলতি আমানতের পরিমান ন্যূণতম ২০% এ উন্নীত হয়।

৬.খ.২। অধিক সুদবাহী মেয়াদী আমানত সংগ্রহ নিরুৎসাহিত করে স্বল্প মেয়াদী আমানত যথা- সুদবিহীন চলতি আমানত ও অপেক্ষাকৃত কমসুদবাহী এসএনডি এবং সঞ্চয়ী আমানত সংগ্রহে অধিক মনোযোগী হতে হবে। সঞ্চয়ী ও এসএনডি হিসাবে মোট আমানত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% অর্জন করতে হবে। মেয়াদী আমানত হিসাবে মোট আমানত লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ২০% হবে ।

৬.খ.৩। আমানতের উপর সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে শাখার সমূদয় মেয়াদী আমানতের বিপরীতে নিয়মাচার অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমান ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। সুদবিহীন/স্বল্প সুদবাহী বড় বড় আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি অধিক হারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে আমানতের একটি স্থিতিশীল মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

৬.খ.৪। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহীগণ নিবিড় তদারকিসহ মাঠ কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। সুদবিহীন/কমসুদবাহী আমানত সংগ্রহের জন্য মাঠ কার্যালয়ে কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তাকে লক্ষ্যমাত্রা দিতে হবে এবং একইভাবে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত নিবাহীগনকে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হবে।

৭। ফরেন রেমিটেন্স ঃ

বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে একই সময়ে বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের পরিমান ছিল ৫৯৮.৭৫ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ১৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৫০১.৭২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২০%। আগামী ৩১.০৩.২০১৭ তারিখের মধ্যে আরও ১৩৭৫.০০ কোটি টাকা বৈদেশিক রেমিটেন্স সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা/উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিদেশে চাকুরীজীবী/বসবাসকারীদের (NRB) ডাটাবেইজ তৈরী করে সেবার মান বাড়াতে হবে। গ্রাহককে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Automated System এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করা এবং Instant Cash Remittance এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে হবে। Automation এর আওতায় Beneficiary কে তার Remittance সম্পর্কিত তথ্য তাৎক্ষনিক SMS এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর,২০১৬ এর মধ্যে SMS Gateway এর মাধ্যমে Online শাখার Core Banking Software (CBS) হতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের Transaction Report প্রদানের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে। বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ICT বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন নিশ্চিত করবে।

৮। সার্টিফিকেট, রীট মামলা ও অর্থ ঋণ মামলা ও অন্যান্য মামলা ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	৩০.০৬.১৬ তারিখে অনিষ্পন্ন সংখ্যা	০১.০৭.১৬ হতে ৩১.১০.১৬ পর্যন্ত			০১.১১.১৬ তারিখে অনিষ্পন্ন	১২০ দিনে নিষ্পত্তির	
			নতুন দায়ের	নিষ্পত্তি	হার(%)		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	হার(%)
০১.	সার্টিফিকেট মামলা	৮৫৭৮৭	৩১৯	৯২৬	২%	৮৫১৮০	২১৪৫০	২৫%
০২.	রীট মামলা	১০১	১৭	১০	১০%	১০৮	১০	১০%
০৩.	অর্থঋণ মামলা	১৩২৭	৯৪	২২	২%	১৩৯৯	২০০	১৫%

বিচারাধীন সকল মামলা ব্যাংকের পক্ষে নিষ্পত্তির জন্য নিবিড় তদারকি ও কার্যকর উদ্যোগ/ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।ব্যাংকের পক্ষ গাফিলতির কারণে মামলা খারিজ হলে উহার সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর বর্তাবে ।

চলমান পাতা- ৫

০৯। নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করণ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	০১.০৭.১৬ পর্যন্ত মোট উত্থাপিত আপত্তি সংখ্যা	০১.০৭.১৬ হতে ৩১.১০.১৬ পর্যন্ত আপত্তি			৩১.১০.১৬ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তি সংখ্যা	৩১.০৩.১৭ তারিখ পর্যন্ত ১২০ দিনে নিষ্পত্তির	
			নিষ্পত্তি সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার	উত্থাপিত সংখ্যা		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	হার (%)
০১.	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা আপত্তি	২১০৯৭	৩৯৫৭	১৯%	৯৪১০	২৬৫৫০	৭৯৬৪	৩০%
০২.	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তি	৫১৫১	৩৫	১%	২১৯	৫৩৩৫	৫৩৩	১০%
০৩.	বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন	৪০০২	১০৪৩	২১%	৯৮৭	৩৯৪৬	১৫৭৮	৪০%

অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগামের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে (কার্যকরণঃ বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়)।

অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলি নিবিড় তদারকি, মূল আপত্তির নিরীখে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নির্ধারিত ফরমেটে জবাব প্রদানের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমানক/সংযুক্তিসহ) মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। বাণিজ্যিক আপত্তি (সাধারণ/অগ্রিম) নিষ্পত্তির জন্য প্রতি মাসে অন্তত ২টি দ্বি-পাক্ষিক সভা ও ১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে।

১০। অটোমেশন ঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	জুন-২০১৬ শাখার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	১৭-১১-২০১৬ শাখার সংখ্যা	৩১-০৩-২০১৭ পর্যন্ত	
					লক্ষ্যমাত্রা	হার
১.	অনলাইন শাখা	১২৭ টি	২৪০ টি	১৫৬ টি	২২০ টি	৯২%
২.	অফলাইন কম্পিউটারাইজড শাখা	৪৬২ টি	২০০ টি	৪৬২ টি	১৫০ টি	৭৫%

লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে আইসিটি বিভাগ মাঠ কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ICT সম্পাদিত চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য (APA) সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে।

১১। অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য কলাকৌশল ঃ

১১.১। বিকেবি, সাধারণ হিসাব সমূহের অনিষ্পন্ন এন্ট্রিসমূহ কোন অবস্থাতেই দীর্ঘ সময় যাবত অসমন্বিত রাখা যাবে না। দ্রুততম সময়ের মধ্যে (প্রয়োজনে বিশেষ টিম গঠন করে) অনিষ্পন্ন এন্ট্রি সমূহ নিষ্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য, আগামী মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে ০৪(চার) মাসের অধিক সময়ের এন্ট্রিসমূহ এবং জুন ২০১৭ এর মধ্যে ০২(দুই) মাসের অধিক সময়ের এন্ট্রিসমূহ অসমন্বিত থাকতে পারবে না।

১১.২। শাখার ঋণ ও আমানতের হিসাব নিয়ম মোতাবেক যথাসময়ে সঠিকভাবে ব্যালেন্সিং করতে হবে।

১১.৩। অঞ্চল প্রধানগণ প্রতি মাসে তাঁদের আওতাধীন শাখার এক তৃতীয়াংশ শাখা আকস্মিক পরিদর্শনণ করে যথারীতি কার্যাদি সম্পন্ন করবেন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন/বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশণা প্রদান করবেন।

১১.৪। সকল শাখার Sundry Suspense এর অনিষ্পন্ন এন্ট্রিসমূহ আগামী ৩০ ডিসেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিষ্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে।

১১.৫। অঞ্চলের চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জণের জন্য নিজ অঞ্চল এবং অধীনস্থ শাখার সকল কর্মকর্তাগণের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ কর্মবন্টন করে দিবেন এবং নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

১১.৬। ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শুদ্ধাচার নৈতিকতা চর্চ্চার মাধ্যমে সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহীতার আওতায় কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১১.৭। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রণীত APA (Annual Performance Agreement) এর নির্ধারিত Indicator সহ ব্যাংকের অন্যান্য Indicator ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা- ৬

১২। বিশেষ নির্দেশনা ঃ

১২.১। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন মুখ্য অঞ্চল, অঞ্চলের মধ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ০১-১২-২০১৬ তারিখের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

১২.২। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন শাখাসমূহে উক্ত পরিকল্পনা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্দেশণার আলোকে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ০৩-১২-২০১৬ তারিখের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

১২.৩। সংশ্লিষ্ট সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শাখার কার্যক্রম মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে পরবর্তী মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং বিভাগীয় কার্যালয় অঞ্চলভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন সংকলন করে মাসের ০৬ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবে।

১২.৪। বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ তাঁদের আওতাধীন সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের আওতাধীন বিভাগসমূহের অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবেন। এছাড়াও তাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ বহাল থাকবে।

১৩। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদান্তে

মুহম্মদ আউয়াল খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২) এমসি-১৬/২০১৬-২০১৭/৬১৪(১২৫০) তারিখঃ ২৯-১১-২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৩। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
৪। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫। নথি/মহানথি।

মোঃ আফজাল করিম
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ